দৈনিক বাংলা

তারিখ 01 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

একটি গুরুতর ভুল—

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কিশোরগঞ্জ,৩০ সেপ্টেম্বর।–পরীক্ষা কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের ভুলের মাশুল তিন শতাধিক এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাঁধে চেপেছে। ফলে একটি বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার নম্বর যোগ হয় নাই।

এতে এ কেন্দ্রর ১৭ জন পরীক্ষার্থী ষ্টার মার্ক থেকে, ১২০ জন পরীক্ষার্থী প্রথম বিভাগ ও ১২৫ জন পরীক্ষার্থী দ্বিতীয় বিভাগ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এছাড়া অকৃতকার্য হয়েছে ৩৮ জন পরীক্ষার্থী।

এ অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটেছে কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ পাইলট হাইস্কুল কেন্দ্রে। চলতি বছরের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় কেন্দ্রের কেন্দ্র সচিব হিসাবরক্ষণ ও কারবারপদ্ধতি এর লিখিত পরীক্ষায় বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত 'খ' সেটের পরিবর্তে 'ক' সেট প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেয়। এছাড়াও উক্ত করিমগঞ্জ পাইলট হাইস্কুল কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ অনেক গুরুতর অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে।

এসএসসি পরীক্ষার অব্যবহিত পরই পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকগণের পক্ষে করিম–গঞ্জ পাইলট হাইস্কুল কেন্দ্রের এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির কথা বোর্ড কন্টোলারসহ শিক্ষা সচিবকে লিখিতভাবে জানানো হয়। কর্তৃ–পক্ষের ভুলের মাশুল চেপেছে নিরপরাধ তিন শতাধিক পরীক্ষার্থীর কাঁধে। সম্প্রতি প্রত্যেক স্কুলে টেবুলেশন শীট, পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে হিসাবরক্ষণ ও কারবার পদ্ধতি বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার নম্বর যোগ হয়নি। অর্থাৎ ভিন্ন সেটে পরীক্ষা নেওয়ায় এসব খাতা দেখা হয়নি। এ ব্যাপারেও অনেক স্কুলের প্রধান শিক্ষক এমনকি অভিভাবক শ্রেণী বোর্ড কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে সদুত্তর পাননি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, শিক্ষক মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রেরীত সার্কুলারে বলা হয়েছে কোন বিষয়ের পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র বিতরণের সময় যে কোন ভুলের জন্য কেন্দ্র সচিব ব্যক্তিগতভাবে দায়ীথাকিবে।